Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501033 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

On the Status of Lightness, Inherence, and Potency as Qualities — Excluded from the Twenty-Four Standard Qualities: The View of the Vaisesika Scholar Chandrakanta Tarkalankara

চতুর্বিংশতি গুণবহির্ভূত লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির গুণত্ব-বিষয়ে বৈশেষিকাচার্য চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের অভিমত

Mithun Mondal
Researcher
Sanskrit Department
Jadavpur University

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 15th May 2026

Abstract:
Among the six orthodox (Āstika) systems of Indian philosophy, the Vaiśeṣika philosophy — authored by Maharshi Kaṇāda — stands as one of the most prominent. The central objective of this philosophy is to seek the path to liberation through a true understanding of the six categories of positive entities (bhāva-padārthas), beginning with 'Dravya' (substance). Among these six categories, 'Guṇa' (quality) occupies the second position. In the Vaiśeṣika system, the subject of qualities is discussed immediately following the initial determination and definition of substances. This sequence is logical because qualities are invariably inherent in substances; indeed, not only qualities but also 'Karma' (action) is dependent upon substances. In other words, substance serves as the 'Samavāyi-kāraṇa' (inherent cause) for both qualities and actions. Since it is philosophically appropriate to discuss the 'Dharma' (attribute) only after addressing the 'Dharmī' (substratum), the Vaiśeṣika system analyzes qualities and actions subsequent to its discussion on substances. A 'Guṇa' is defined as that entity which resides in a substance, is itself devoid of qualities (a-guṇavān), and does not serve as an independent cause for the generation of 'Saṃyoga' (conjunction) or 'Vibhāga' (disjunction). According to the Vaiśeṣika authorities, qualities are classified into twenty-four distinct types based on distinctions such as 'Rūpa' (color/form). However, the original Vaiśeṣika aphorist, Kaṇāda, explicitly enumerated only seventeen types of qualities in his treatise through the formulation of the following aphorism: "Rūpa, Rasa, Gandha, Sparśa, Saṃkhyā, Parimāṇa, Pṛthaktva, Saṃyoga, Vibhāga, Paratva, Aparatva, Buddhi, Sukha, Duḥkha, Icchā, Dveṣa, and Prayatna — these are the qualities." According to the majority of subsequent commentators and scholiasts, the aphorist implicitly acknowledged seven additional, well-recognized qualities—namely 'Gurutva' (heaviness), 'Dravatva' (fluidity), 'Sneha' (viscosity), 'Saṃskāra' (potentiality/impression), 'Dharma' (merit), 'Adharma' (demerit), and 'Śabda' (sound) — through the inclusion of the particle 'ca' (and) within the original aphorism. Nevertheless, according to the Vaiśeṣika commentator Chandrakanta Bhattacharya, the particle 'ca' signifies the acceptance of ten additional qualities. He states: "By means of the particle 'ca', the Master (Kaṇāda) implicitly includes 'Gurutva', 'Laghutva', 'Dravatva', 'Sneha', 'Saṃskāra', 'Dharma', 'Adharma', 'Śabda', 'Samavāya', and 'Śakti', among others." In other words, he posits the existence of three additional qualities: 'Laghutva' (lightness), 'Samavāya' (inherence), and 'Śakti' (power/potential). Consequently, it may be concluded that, according to his

© Santiniketan Sahityapath

interpretation, qualities comprise a total of twenty-seven distinct types — although it is worth noting that, with the sole exception of this particular scholar, no other Vaiśeṣika authority has acknowledged the existence of these three additional qualities. From the perspective of the Vaiśeṣika commentator Chandrakanta Tarkalankara, the primary subject matter of the present article is an examination of the qualitative status of 'laghutva' (lightness), 'samavāya' (inherence), and 'śakti' (power) — entities that fall outside the scope of the twenty-four qualities traditionally recognized in the Vaiśeṣika system.

Key Words:
Lightness, Inherence, Energy, Vaisheshika, Commentary, Philosophy, Quality.

মূল প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় যেসকল তত্ত্বসাধন শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র। ভারতীয় দর্শন হলো দুঃখবাদী দর্শন। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান হলো ভারতীয় দর্শনের প্রধান অভিধেয়। লক্ষ করলে দেখা যায়, ভারতীয় প্রায় সকল দার্শনিকগণ নানাবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই দর্শনশাস্ত্র আবার নাস্তিক ও আস্তিক ভেদে দ্বিবিধ। যেসকল দর্শন-সম্প্রদায় বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না, তাঁরা নাস্তিক। অপরদিকে, যাঁরা বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাঁরা হলেন আস্তিক। আস্তিক দর্শন সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত ভেদে ষড়্বিধ। উক্ত ষড়্বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো বৈশেষিক দর্শন। মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্র হলো এই দর্শনের আকর গ্রন্থ। পরবর্তীকালে এই সূত্রাশ্রয়ে যেসকল ভাষ্য, বৃত্তি, টীকাদি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো প্রশস্তপাদাচার্য বিরচিত 'প্রশস্তপাদভাষ্য', শঙ্করমিশ্র কৃত 'উপস্কার টীকা', জয়নারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কণাদসূত্রবিবৃত্তি', তিরুমল তাতাচার্য কৃত 'সুগমা বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি', চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য (তর্কালংকার) প্রণীত 'বৈশেষিকভাষ্য' বা 'চন্দ্রকান্তভাষ্য' প্রভৃতি।

বৈশেষিক শাস্ত্রকারগণ দ্রব্যাদি ষড়বিধ ভাবপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলে অভিহিত করেছেন। সূত্রকার কণাদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন — 'ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্' (বৈশেষিক সূত্র — ১.১.৪) এই ষড়্বিধ ভাবপদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় হলো গুণ। সর্বপ্রথম দ্রব্য নিরূপণের অনন্তর গুণবিষয়ে চর্চিত হয়েছে বৈশেষিক দর্শনে। কেননা, গুণ সর্বদা দ্রব্যাশ্রিত। কেবল গুণ নয় কর্মও দ্রব্যাশ্রিত। অর্থাৎ দ্রব্য হলো গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ। ধর্মী-বিষয়ে বলার অনন্তর ধর্ম-বিষয়ে বলা যথার্থ বলেই এক্ষেত্রে আগে দ্রব্য-বিষয়ে আলোচনার অনন্তর গুণ ও কর্ম-বিষয়ে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। গুণের লক্ষণ নিরূপণার্থে সূত্রকার কণাদ বলেছেন — 'দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেয়্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্' (বৈশেষিক সূত্র — ১.১.১৬)। অর্থাৎ যে পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান্ বা গুণরহিত ও সংযোগ-বিভাগের প্রতি যা অনপেক্ষ তথা নিরপেক্ষ কারণ নয়, তা গুণ। নিরাধারভাবে গুণ বিদ্যমান থাকতে পারে না, তার বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে সর্বদা একটি আধারের আবশ্যকতা থাকে। আর এই আধার হলো দ্রব্য। তাই লক্ষণে 'দ্রব্যাশ্রয়ী' পদটি প্রযুক্ত। তবে গুণকে কেবলমাত্র 'দ্রব্যাশ্রিত' বললে তার যথার্থ লক্ষণ সূচিত হয় না। কেননা, এমন অনেক দ্রব্য আছে, অন্য দ্রব্যাশ্রিত। ফলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত হয়ে যায়। তাই সূত্রকার গুণকে 'অগুণবান্' বলেছেন। কেননা, গুণ কখনো গুণে বিদ্যমান থাকতে পারে না। তেজের গুণ হলো উষ্ণত্ব। কিন্তু উষ্ণত্ব গুণের গুণ কী? তার কোনো গুণ নেই। অবয়বী দ্রব্য দ্রব্যাশ্রিত হলেও তা অগুণবান্ নয়, দ্রব্য মাত্রেই গুণবান্। তাই সূত্রকার গুণ-লক্ষণে 'অগুণবান্' পদের প্রয়োগ করেছেন। একইভাবে দ্রব্যাশ্রয়ী ও অগুণবান্ও গুণের যথার্থ লক্ষণ নয়। কেননা, গুণের ন্যায় কর্মও দ্রব্যাশ্রয়ী এবং অগুণবান্। তাই গুণকে কেবলমাত্র দ্রব্যাশ্রয়ী ও অগুণবান্ বললে কর্মের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। তাই সূত্রকার গুণকে 'সংযোগবিভাগেয়্বকারণম্' বলেছেন। অর্থাৎ গুণ সংযোগ-বিভাগের প্রতি কারণ নয়। কর্ম হলো সংযোগ ও বিভাগ উৎপত্তির প্রতি কারণ। অতএব বলা যায় সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয় না, তা হলো গুণ। তবে এরূপ বললে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষযুক্ত হয়। কেননা, কোনো কোনো গুণ সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয়। যেমন, সংযোগ হলো সংযোগজ সংযোগের এবং বিভাগ বিভাগজ বিভাগ উৎপত্তির প্রতি কারণ। হাতের সহিত পুস্তকের সংযোগের ফলে শরীরের সঙ্গে পুস্তকের যে সংযোগ হয়, তা হলো সংযোগজন্য বা সংযোগজ সংযোগ। অনুরূপভাবে, হাত ও পুস্তকের বিভাগের ফলে শরীরের সঙ্গে পুস্তকের যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, তা হলো বিভাগজন্য বা বিভাগজ বিভাগ। তাই বৈশেষিকমতে, কর্মের ন্যায় কোনো কোনো গুণ সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ

© Santiniketan Sahityapath

হয়। একারণে অব্যাপ্তি দোষ-নিবৃত্তির জন্য সূত্রে 'অনপেক্ষ' পদ উল্লিখিত। অর্থাৎ সূত্রকার কণাদ লক্ষণে একত্রে 'সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ' — এরূপ পদপ্রয়োগ করেছেন। 'অনপেক্ষ' পদের অর্থ হলো নিরপেক্ষ। অর্থাৎ গুণ সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হলেও তা অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ কারণ নয়, তা হলো সাপেক্ষ কারণ। কর্মকে অপেক্ষা করে গুণ সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয়। নিরপেক্ষভাবে কোনো গুণ কখনোই সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয় না। এজন্য লক্ষণে বলা হয়েছে গুণ কখনোই সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণ নয়। এর দ্বারাই কর্মের সহিত গুণের বৈপরীত্য নিরূপিত হয়। কেননা, কতিপয় গুণের ন্যায় কর্ম সংযোগ-বিভাগের প্রতি কারণ হলেও উৎপত্তির পর কর্ম কোনো পদার্থকে অপেক্ষা করে না, তাই কর্ম হলো সংযোগ ও বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ। আর গুণ, কর্মরহিত তথা কর্মকে অপেক্ষা না করে সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হতে পারে না বলে, তা সংযোগ ও বিভাগের সাপেক্ষ কারণ। অতএব গুণকে 'সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ' বললে গুণলক্ষণে কোনো দোষ থাকে না। আচার্য প্রশস্তপাদ আবার সরাসরি গুণের লক্ষণ উল্লেখ না করে বৈশেষিকসম্মত রূপাদি গুণসমূহের চতুর্বিধ সাধর্মের উল্লেখ করে বলেছেন — 'রূপাদীনাং গুণানাং সর্বেষাং গুণত্বাভিসম্বন্ধো দ্রব্যাশ্রিতত্বং নির্গুণত্বং নিষ্ক্রিয়ত্বম্.'[১] অর্থাৎ গুণত্ব জাতির সহিত সম্বন্ধিত, দ্রব্যসমবেতত্ব, গুণরহিত, ক্রিয়াশূন্যত্ব হলো রূপাদি গুণের সাধর্ম। দ্রব্যাশ্রিত ও অগুণবান্ ভিন্ন গুণের অপর এক সাধর্ম হলো নিষ্ক্রিয়ত্ব। বৈশেষিকমতে, গুণ ক্রিয়ারহিত। যদি গুণে, ক্রিয়া বা কর্ম স্বীকার করা হয়, তাহলে গুণে মূর্ত্তত্ত্বের আপত্তি হয়ে যায়। কেননা, কর্ম সর্বদা মূর্ত্ত দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। তাই গুণে যদি কর্মের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয়, তাহলে তাকে মূর্ত্ত বলতে হয়। সুগমাবৃত্তিকার এই ধর্মসমূহকে গুণের অসাধারণধর্ম নামে অভিহিতপূর্বক বলেছেন — 'দ্রব্যাশ্রিতঃ গুণরহিতঃ সংযোগবিভাগৌ প্রতি অনপেক্ষঃ সন্ কারণং ন ভবতি ইতি গুণস্যাসাধারণধর্মঃ।'[২] অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিতত্ব, গুণরহিতত্ব এবং সংযোগ-বিভাগের প্রতি যা সাপেক্ষ কারণ, তা হলো গুণের অসাধারণ ধর্ম। অনুরূপভাবে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ও সূত্রকারকে অনুসরণপূর্বক গুণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেন — যা দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান্ বা গুণরহিত এবং সংযোগ ও বিভাগের প্রতি যা সাপেক্ষকারণ, তা হলো গুণ।[৩] কোনো কোনো আচার্য আবার দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন অতিরিক্ত সত্তাসামান্যের আশ্রয় পদার্থকে গুণ বলেছেন।[৪]

বৈশেষিকমতে, রূপাদি ভেদে গুণ চব্বিশ প্রকার যদিও সূত্রকার মহর্ষি কণাদ নিজকণ্ঠে সপ্তদশ গুণের উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — 'রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ' (বৈশেষিক সূত্র — ১.১.৬)। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন হলো গুণ। তবে সপ্তদশ গুণের নামোল্লেখের অনন্তর তিনি 'চ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তী বিবিধ ভাষ্য, টীকাদি গ্রন্থ থেকে অবগত হয় যে, সূত্রস্থ 'চ'কারের দ্বারা সূত্রকার সপ্তদশ গুণাতিরিক্ত গুরুত্বাদি প্রসিদ্ধ সপ্তবিধ গুণকে বুঝিয়েছেন। উপস্কার টীকাকার শঙ্করমিশ্র এপ্রসঙ্গে বলেন — 'চকারেণ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দান্ সমুচ্চিনোতি তে হি প্রসিদ্ধগুণভাবা এবেতি কণ্ঠতো নোক্তাঃ।'[৫] অর্থাৎ সূত্রস্থ 'চ'কারের দ্বারা প্রসিদ্ধ গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম, শব্দ — এই অতিরিক্ত সপ্তবিধ গুণও স্বীকৃত সূত্রকারের কণ্ঠে উক্ত হয়নি। পরবর্তীতে গুণ — বিষয়ক আলোচনায় বৈশেষিক সূত্রের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি আরও বলেন — 'তত্র রূপাদয়ঃ সপ্তদশ কণ্ঠরবেণোক্তাঃ চশব্দসমুচ্চিতাঃ সপ্ত, তেন চতুর্বিংশতিরপি গুণা উক্তাঃ।'[৬] অর্থাৎ সূত্রকার নিজকণ্ঠে রূপাদি সপ্তদশ গুণের উল্লেখ এবং 'চ' শব্দের দ্বারা গোক্ত গুরুত্বাদি সপ্তবিধ গুণকে স্বীকার করেছেন। সুগমাবৃত্তিকার তিরুমল তাতাচার্য এবিষয়ে বলেছেন — 'অত্র সপ্তদশ গুণাঃ কণ্ঠোক্তাঃ। স্নেহশব্দগুরুত্বদ্রবত্বধর্মাধর্মসংস্কারাঃ সপ্ত অনুক্তাঃ চকারেণ সমুচ্চীয়ন্তে।'[৭] অর্থাৎ সপ্তদশ গুণ সূত্রকারের কণ্ঠে উক্ত হয়েছে, আর স্নেহ, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কারাদি সাত গুণ 'চ'কারের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও পরবর্তী প্রায় সকল আচার্যই 'চ'কারের দ্বারা গুরুত্বাদি সপ্তবিধ গুণকে উল্লেখ করে একত্রে চব্বিশ প্রকার গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে বৈশেষিকভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য গুণের সংখ্যা-বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মতের উপস্থাপন করেছেন। সূত্রস্থ 'চ'কারের দ্বারা তিনি অতিরিক্ত সপ্তবিধ গুণ স্বীকার না করে দশবিধ গুণ স্বীকার করেছেন। এবিষয়ে তিনি বলেন — 'চকারেণ গুরুত্বলঘুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দসমবায়শক্তিপ্রভৃতীনাচার্যঃ সমুচ্চিনোতি।'[৮] অর্থাৎ 'চ'কারের দ্বারা গুরুত্ব, লঘুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম, শব্দ, সমবায় ও শক্তি প্রভৃতি দশবিধ গুণ আচার্য বুঝিয়েছেন। এককথায়, বৈশেষিকস্বীকৃত প্রসিদ্ধ চব্বিশ প্রকার গুণাতিরিক্ত তিনি লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির গুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। অতএব তাঁর মতে, গুণ সপ্তবিংশতি প্রকার।

© Santiniketan Sahityapath

অবশ্য আচার্য চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার (ভট্টাচার্য) ব্যতীত অপর কোনো আচার্য লঘুত্ব, সমবায়, ও শক্তিকে অতিরিক্ত গুণরূপে স্বীকার করেন নি। তর্কসংগ্রহকার মহর্ষি অন্নংভট্ট লঘুত্বের অতিরিক্ত গুণত্ব নিরাকরণপূর্বক বলেছেন, লঘুত্ব হলো গুরুত্বের অভাবস্বরূপ, তাই লঘুত্বকে পৃথক্ গুণরূপে স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।[৯] মহর্ষি অন্নংভট্ট লঘুত্বের গুণত্ব নিরাকরণ করলেও তিনি এবং তদ্ভিন্ন অপর কোনো আচার্য কিন্তু সমবায় এবং শক্তির গুণত্ব নিরাকরণ — বিষয়ে কোনো মতের অবতরণ করেন নি। তবে আচার্যগণ সমবায় ও শক্তির গুণত্ব অস্বীকার না করলেও আচার্য শ্রীধরভট্ট বলেন, পূর্বোক্ত চব্বিশ প্রকার গুণভিন্ন অপর কোন গুণ অস্তিত্বশীল নয়। লোকব্যবহারের হেতু অন্য কোন গুণ স্বীকারযোগ্য হলেও তা এগুলির থেকে ভিন্ন নয়[১০] যদিও শ্রীধরাচার্য, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক পূর্বেই গুণসংখ্যার ন্যূনত্ব ও অধিকত্বের নিবৃত্তি করেছেন। আবার সূত্রকার কণাদও লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির গুণত্ব স্বীকার-বিষয়ে কোনো সূত্রের উল্লেখ করেন নি। তা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য মহাশয় নানাবিধ যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে এগুলির (লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির) গুণত্ব স্বীকার করেছেন।

লঘুত্ব : আচার্য চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য লঘুত্বকে স্বতন্ত্র গুণ বলে স্বীকার করলেও তিনি সরাসরি লঘুত্বের কোনো লক্ষণের উল্লেখ করেন নি। তবে যেহেতু লঘুত্বকে তিনি গুরুত্বের বিপরীত গুণ নাম অভিহিত করেছেন, সেহেতু বিচারপূর্বক বলা যায় কোনো বস্তুর ঊর্ধ্বগমনের হেতু হলো লঘুত্ব। অর্থাৎ যে গুণের কারণে কোনো বস্তু ঊর্ধ্বাভিমুখে উত্থিত হয়, তা লঘুত্ব। লঘুত্ব হলো লঘুর ভাব তথা হালকাভাব। এই লঘুত্বই অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্যের ঊর্ধ্বাভিমুখে গমনের হেতু।

লঘুত্বের গুণত্ব সিদ্ধি বিষয়ে চন্দ্রকান্তাচার্যের অভিমত: মহর্ষি অন্নংভট্ট কর্তৃক লঘুত্বের গুণত্ব নিরাকরণ সত্ত্বেও বৈশেষিকভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লঘুত্বকে পৃথক গুণরূপে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি লঘুত্বকে গুণরূপে স্বীকার করার যথাযথ কারণও অবতরণ করেছেন। তাঁর মতে, লঘুত্বের সিদ্ধি কখনো গুরুত্বগুণের অভাবের দ্বারা হতে পারে না। কোনো এক বিশেষ হেতুর অভাবে লঘুত্ব এবং গুরুত্ব উভয় গুণই অনুমিত হয়। তাই লঘুত্ব হলো ভিন্ন বা স্বতন্ত্র একটি গুণ। বৈশেষিকভাষ্যে এবিষয়ে তিনি বলেন — গুরুত্বং লঘুত্বং চেতি সংযোগবিভাগবত্ পরস্পরপ্রত্যনীকভাবাপন্নং গুণদ্বয়ম্। ন ত্বেতয়োরেকস্যাভাবাদপরস্য সিদ্ধিঃ। একং খল্বেকস্মাদ্গুরু ভবদ্ভবত্যন্যস্মাত্ লঘু ইতি। কিঞ্চিদ্ধি গুরুত্বং ক্বচিদ্গুরুণ্যপি ন ভবতি। গুরুত্বসামান্যস্য ত্বভাবো ন ভবতি গুরুণীতি। বিশেষহেত্বভাবাদুভয়ম্। ন হ্যস্তি বিশেষহেতুর্গুরুত্বস্যাভাবো লঘুত্বং ন খলু লঘুত্বস্যাভাবো গুরুত্বমিতি। বিশেষহেত্বভাবাদ্গুরুত্বং লঘুত্বং চেত্যুভয়ং গুণঃ।[১১] অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগের ন্যায় গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরস্পর বিপরীত বা বিরোধী গুণ। এই গুণদ্বয়ের মধ্যে একটির অভাবের দ্বারা অপরটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কোনো একটি বস্তুর থেকে অপর বস্তু ভারি হয় আবার অন্য কোনো বস্তুর থেকে লঘু হয়। বিশেষ এক হেতুর অভাবে উভয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। লঘুত্বের অভাবে গুরুত্ব কিংবা গুরুত্বের অভাবে লঘুত্বগুণ সিদ্ধ হয় না।

বলা যায়, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় এখানে মহর্ষি অন্নংভট্টের মতটিকে খণ্ডন করেছেন। কারণ মহর্ষি অন্নংভট্ট লঘুত্বকে গুরুত্বের অভাবরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু লঘুত্বকে কেন গুরুত্বের অভাব বলা যায় না? এবং কেন তা পৃথক্ গুণরূপে স্বীকার্য? এবিষয়ে চন্দ্রকান্তাচার্য যথাযথ যুক্তির অবতরণ করেছেন। তবে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য ব্যতীত অপর কোনো আচার্য লঘুত্বকে ইতরগুণরূপে স্বীকার করেন নি — এমন কথা বলা যায় না। মহর্ষি অন্নংভট্ট লঘুত্বকে গুরুত্বের অভাবস্বরূপ বললেও পরবর্তীতে আলোচনাকালে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের বাঙালি ব্যাখ্যাকার অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন — 'লঘুত্ব যদি গুরুত্বের অভাব হয়, তাহলে গুরুত্বই বা লঘুত্বের অভাব হবে না কেন?'[১২] তিনি আরো বলেন — "গুণের মধ্যে লঘুত্বের উল্লেখ করে গুরুত্বকে লঘুত্বাভাবের কুক্ষিগত করলেই বা ক্ষতি কি? লঘুত্ব, গুরুত্ব উভয়ই তো অতীন্দ্রীয়। গুরুত্ব যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হতো, তাহলে না হয় বিনিগমনা ছিল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় দুটি পদার্থের একটিকে মুখ্যভাবে স্বীকার করাতে ও অপরটিকে তদভাবের অন্তর্গত করাতে অন্নংভট্ট কোনো বিনিগমনা বা স্বপক্ষসাধিকা যুক্তি দেখান নাই।"[১৩] অর্থাৎ বলা যায়, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের ন্যায় লঘুত্বকে সরাসরি পৃথক্ গুণরূপে স্বীকার না করলেও তিনি অন্নংভট্টের মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন না করে, লঘুত্বের গুণত্ব সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। অথবা লঘুত্ব যে গুরুত্ব ভিন্ন গুণ হতে পারে, তিনি নানাবিধ যুক্তি অবতরণের মধ্য দিয়ে তা বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন। আচার্য উদয়নও গুরুত্বকে লঘুত্বের অভাব বলে লঘুত্বের গুণত্ব স্বীকারের স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও শেষে তিনি বলেন, গুরুত্ব যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে পতনকার্য দোষযুক্ত হয়।[১৪] অর্থাৎ গুরুত্ব যেহেতু আদ্যপতনের অসমবায়ী কারণ, তাই গুরুত্বকে লঘুত্বাভাব বলা যায় না।

যাই হোক বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, আচার্য চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য বস্তুর উর্ধ্বগমনের কারণরূপে লঘুত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সংযোগাভাবে কোনো বস্তুর নিম্নাভিমুখে গমনের কারণ যেমন গুরুত্বগুণ, তেমনি তুলা, ধোঁয়া প্রভৃতি বস্তুর উর্ধ্বগমনের হেতু হলো লঘুত্ব। যদি লঘুত্বগুণের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তাহলে কোনো বস্তুর ঊর্ধ্বগমন সম্ভব নয়। এককথায়, গুরুত্বকে লঘুত্বাভাব মানলে যেমন বস্তুর পতনকার্য দোষযুক্ত হয়, তেমনি লঘুত্বকে গুরুত্বাভাব মানলে বস্তুর ঊর্ধ্বগমন দোষযুক্ত হয়ে যায়। তাই তাঁর মতে গুরুত্ব যেমন লঘুত্বাভাব নয়, তেমনি লঘুত্ব কখনো গুরুত্বের অভাব নয়। অভাব কখনো কার্যোৎপত্তির কারণ হতে পারে না। তাই লঘুত্ব যদি কেবলমাত্র অভাবরূপে স্বীকৃত হয়, তাহলে ধোঁয়া, অগ্নিশিখা, তুলা প্রভৃতি বস্তুর উর্ধ্বগমন সম্ভব নয়। আর বস্তুর উর্ধ্বগমন যেহেতু প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাই তার কারণরূপে লঘুত্বের অস্তিত্ব স্বীকার্য। কেননা, উক্ত বস্তুসমূহের উর্ধ্বগমনের হেতু হলো তাদের লঘুত্ব তথা হালকাভাব। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গুরুত্ব ও লঘুত্ব উভয় গুণবিষয়ে আমাদের নিকট ভিন্নভাবে অবগত হয়। সেখানে কোথাও গুরুত্বের অভাবরূপে লঘুত্ব বা লঘুত্বের অভাবরূপে গুরুত্বের প্রতীতি হয় না। বরং সেখানে সেই বস্তুর লঘুত্ব ও গুরুত্ব উভয়ভাব ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, গুরুত্বকে অভাব মানলে যেমন পতনকার্য দোষযুক্ত হয়ে যায়, তেমনি লঘুত্বকে অভাব মানলে কোনো বস্তুর উর্ধ্বাভিমুখে গমনও দোষযুক্ত হয়ে যায়। অতএব বলা যায়, আলো যেমন কখনো অন্ধকারের অভাবরূপে স্বীকৃত হতে পারে না, তেমনি লঘুত্বও গুরুত্বের অভাবরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। তাই তাঁর মতে, লঘুত্ব কোনো অভাব নয়, তা একটি স্বতন্ত্র গুণপদার্থ।

প্রশ্ন হয় যে, লঘুত্বের আশ্রয় দ্রব্য কী? এক্ষেত্রে বিচারপূর্বক বলা যায়, ভট্টাচার্য মহাশয় যেহেতু লঘুত্বকে উর্ধ্বগমনের কারণ মেনেছেন, তাই তা পৃথিব্যাদি (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু) চতুর্বিধ দ্রব্যে বিদ্যমান। অগ্নির স্বভাবই হলো ঊর্ধ্বগমন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, এই ঊর্ধ্বগমন হয় মূলতঃ তেজে লঘুত্ব গুণের বিদ্যমানতার কারণে। অতএব লঘুত্ব তেজে বিদ্যমান। আবার বায়ুর সংযোগে তুলা, ধুলা প্রভৃতি পার্থিব বস্তুরও ঊর্ধ্বগমন লক্ষিত হয়। অর্থাৎ লঘুত্ব পৃথিবীতে বিদ্যমান। আবার ভূমিস্থিত জল বাষ্পাকারে লঘুত্ব গুণের কারণে উর্ধ্বাভিমুখে গমন করে। অতএব তা জলেও অবস্থিত যদিও বায়ুর সংযোগকে অন্যান্য আচার্যগণ পার্থিব ও জলীয় পদার্থের উর্ধ্বগমনের কারণ মেনেছেন। কিন্তু চন্দ্রকান্তাচার্যের মতে, বস্তুর লঘুত্ব গুণের কারণেই তা উর্ধ্বে গমন করতে সক্ষম হয়, সেখানে বায়ু সহকারীমাত্র। আবার বায়ুর ঊর্ধ্বগমন লক্ষিত হওয়ায় বায়ুতে লঘুত্বের বিদ্যমানতাও স্বীকৃত।

সমবায়: অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধ হলো সমবায়। যে দুটি পদার্থের মধ্যে বিনাশকাল পর্যন্ত একটি পদার্থ অপর পদার্থকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে, সেই দুটি পদার্থ হলো অযুতসিদ্ধ। 'তর্কভাষা' গ্রন্থে এবিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে —

তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যয়োর্দ্বয়োঃ।
অনশ্যদেকমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে।।[১৫]

এককথায়, যে দুটি পদার্থ বিনাশভিন্ন অবস্থায় একে অপরকে ছেড়ে বিদ্যমান থাকতে পারে না, তা অযুতসিদ্ধ। এই অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হলো সমবায় ও পদার্থদ্বয় হলো অযুতসিদ্ধসম্বন্ধী। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ সমবায়ের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন — 'ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ' (বৈ. সূ. — ৭.২.২৬) অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে তথা কার্য ও কারণের মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় বিদ্যমান' — এরূপ উপলব্ধি যে সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তা সমবায়। অনুরূপভাবে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য এবিষয়ে বলেছেন — 'অযুতসিদ্ধানামাধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ।'[১৬] অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ দুটি পদার্থের মধ্যে এই আধারে এই আধেয় উপস্থিত — এরূপ প্রত্যয় যে সম্বন্ধের দ্বারা হয়, তা হলো সমবায়।

সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধি বিষয়ে চন্দ্রকান্তাচার্যের অভিমত: লঘুত্বের ন্যায় সমবায়কেও চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য গুণ বলেছেন। যদিও সূত্রকার কণাদ, আচার্য প্রশস্তপাদ এবং অন্যান্য বৈশেষিকাচার্যগণ সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তবে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, সমবায় একটি গুণপদার্থ। সমবায়ের গুণত্ব স্বীকার বিষয়ে তিনি বলেন — 'সমবায়ঃ খলু পৃথক্ত্বপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণবিশেষ উপশ্লেষো বা। সোঽয়মযুতসিদ্ধানামুপশ্লেষঃ সমবায়ো যুতসিদ্ধানাং তু সংযোগ ইতি প্রকারভেদাদ্ব্যপদেশভেদঃ।'[১৭] অর্থাৎ সমবায় হলো পৃথক্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিরোধী গুণবিশেষ। যেখানে দুটি পদার্থের অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তা হলো সমবায়। অপরদিকে দুটি পদার্থের যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হলো সংযোগ, ফলে উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন — 'সমবায়স্তু সম্যগবাপ্তিরেকীভাবঃ। অথাপ্যেতদুক্তম্। সমবায়োঽপৃথগ্ভাব ইতি। সোঽয়ং পৃথক্ত্বপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণ ইতি।'[১৮] অর্থাৎ সমবায় হলো বস্তুর

© Santiniketan Sahityapath

একীভাব বা অপৃথক্‌ভাব। তা পৃথক্‌ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী গুণ। কারণ, পৃথক্‌ত্বে দুটি বস্তুর মধ্যে ভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে দুটি পদার্থের মধ্যে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এই চিরস্থায়ী সম্বন্ধই সমবায় পদবাচ্য। সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধি বিষয়ে তিনি আরো বলেন — 'যথা খলু সংযোগপ্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগঃ পৃথক্‌ত্বং চাযোগো নাম গুণান্তরম্, তথৈব বৈলক্ষণ্যলক্ষণস্যানেকত্বলক্ষণস্য বা পৃথক্‌ত্বস্য প্রতিদ্বন্দ্বী গুণঃ সমবায়ো নাম।'[১৯] অর্থাৎ সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী গুণ যেমন বিভাগ, তেমনি অনেক লক্ষণ বিশিষ্ট বা অযোগ নামক পৃথকত্ব গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিপরীত গুণ হলো সমবায়। কিন্তু সমবায় কেন গুণ পদবাচ্য? এক্ষেত্রে ভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, সমবায় দ্রব্যাশ্রয়ে বিদ্যমান, অগুণবান্ ও কর্ম না হওয়ায় তা গুণ। বৈশেষিকভাষ্যে এবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে — 'দ্রব্যং খল্বয়মাশ্রয়তি ন চাসৌ গুণবান্ ন খল্বপি কর্মেতি।'[২০] দুটি বস্তুর মধ্যে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ সমবায় পদবাচ্য হওয়ায় যুতসিদ্ধ সংযোগের ন্যায় তা দ্রব্যাশ্রিত। আবার তাতে কোনো গুণ না থাকায় তা অগুণবান্। আবার ক্রিয়ারহিত ও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় তা কর্মও নয়। তাই তা গুণ। কেননা, গুণে গুণ ও কর্ম অবিদ্যমান। তবে তিনি সমবায়কে গুণের অন্তর্গত করলেও স্বতন্ত্র পদার্থরূপে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'শরীর, ইন্দ্রিয় ও বেদনাদি অনুভূতি প্রভৃতি বিষয়ের একত্রে বিশেষ-সংযোগের ফলে জন্ম হওয়ার অনন্তর আত্মা, শরীর ও মনের সহিত সংযুক্ত হয়ে নিজেকেই শরীর বলে ধারণা করে। অর্থাৎ আত্মার 'আমিই শরীর' এরূপ ধারণার ফলে আমরা দুঃখে প্রবৃত্ত হই। আবার এই অবিদ্যা নাশ হলে অর্থাৎ আত্মা শরীর হতে ভিন্ন এরূপ জ্ঞান প্রতীতি হলে আমাদের সমগ্র দুঃখের নিবৃত্তির অনন্তর অপবর্গ প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ আত্মা বিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞান উৎপন্ন হলেই শরীর ও আত্মার মধ্যে ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় জীবের মুক্তি ঘটে। এককথায়, বিনাশ পর্যন্ত আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকলেও এদের মধ্যে ভিন্নত্ব নিরূপণ যেমন সাধারণভাবে সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি সমবায় গুণের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও সেবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানার্জনের হেতু সূত্রকার সমবায়কে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করেছেন। সমবায় ব্যতীত অপর সম্বন্ধে দুটি বস্তুর সম্বন্ধ অস্থায়ী কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ স্থায়ী, বিনাশের পূর্বে এই সম্বন্ধের নাশ হয় না। তাই সংযোগাদি সম্বন্ধ তথা গুণের ন্যায় সমবায় প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, ফলে সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ সাধারণভাবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ আত্মা ও শরীরের মধ্যে সম্বন্ধ বিনাশ পর্যন্ত স্থায়ী হলেও আত্মার ভিন্নত্ব যেমন সাধারণভাবে প্রতীত হয় না, তেমনি সমবায়-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্তি সংযোগাদির ন্যায় সহজজাত নয়। একারণে সমবায়-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রতিপাদনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সমবায়-বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক। তাঁর মতে, একারণে সূত্রকার স্বতন্ত্র পদার্থরূপে সমবায়ের উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন, সমবায় স্বতন্ত্র পদার্থরূপে উল্লিখিত হলেও সংযোগের ন্যায় সমবায়ও একটি গুণপদার্থ এবং তা পৃথক্‌ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিপরীত একটি গুণ। বৈশেষিকভাষ্যে এবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে — যশ্চ অপূর্বশরীরেন্দ্রিয়বেদনাভিঃ সংযোগবিশেষো জন্ম, ততঃ শরীরাদিভিরপৃথকগ্‌ভাবমাত্মনোঽভিমন্যতে। যতঃ খল্বয়ং পুরুষঃ সংসরন্ দুঃখরাশিমনুভবতি, তদুপরমে চ প্রহীণদুঃখসন্তানোঽপবৃজ্যতে। সোঽয়ং সমবায় এবমর্থং পৃথগুচ্যতে গুণান্তর্ভূতোঽপি। অথাপি খল্ববাপ্তিরুপশ্লেষবিশেষঃ স্যাত্, গুণ এবান্তর্ভবতি। অপরো হ্যুপশ্লেষো ন চিরমবতিষ্ঠতে, অয়ন্তূত্পত্তেঃ প্রভৃত্যাবিনাশমনুবর্ততে তদপগমাচ্চোপরমো ভাবস্যেতি। সোঽয়ময়ুতসিদ্ধানামুপশ্লেষঃ সমবায়ো যুতসিদ্ধানাঞ্চ সংযোগঃ।[২১] এককথায়, সংযোগ একটি অস্থায়ী সম্বন্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষের দ্বারা সেবিষয়ে আমরা সহজে অবগত হতে পারি। কিন্তু সমবায় একটি চিরস্থায়ী সম্বন্ধ। বস্তুর বিনাশ পর্যন্ত সে সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। পটের সহিত তন্তুর সম্বন্ধ পট বিনষ্টের পূর্বে নষ্ট হয় না। তাই সংযোগাদি সম্বন্ধের ন্যায় সহজেই সমবায়-বিষয়ক সম্যক্ ধারণা আমাদের নিকট স্ফুটিত হয় না। সেকারণে সমবায় গুণান্তর্গত হলেও সেবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পদার্থরূপে সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। পরন্তু সংযোগের ন্যায় সম্বন্ধবিশেষ হওয়ায় সমবায় একপ্রকার গুণ।

অবশ্য সূত্রকার কণাদ ও অন্যান্য আচার্যগণ সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। সূত্রকার কণাদ 'দ্রব্যত্বগুণত্বপ্রতিষেধো ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ'[২২] এরূপ সূত্রপ্রয়োগের দ্বারা সমবায়কে দ্রব্যাদি ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ মেনেছেন। সূত্রস্থ 'ভাব' পদের অর্থ হলো সত্তা সামান্য।[২৩] অর্থাৎ যেমনভাবে দ্রব্যাদি পদার্থসমূহের থেকে সত্তাসামান্য ভিন্নভাবে প্রতীত হওয়ার কারণে তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম থেকে ভিন্ন। তেমনি সমবায়ও দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থভিন্ন অতিরিক্ত একপ্রকার পদার্থ। আচার্য শঙ্করমিশ্র সূত্রস্থ 'দ্রব্যত্বগুণত্ব' পদটির দ্বারা কর্ম, সামান্য ও বিশেষকেও সূচিত করেছেন।[২৪] অতএব বলা যায়, 'এটি সৎ' 'এটি সৎ' এরূপ ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় যেমনভাবে সত্তারূপ পরসামান্য দ্রব্যাদি পদার্থভিন্ন, তেমনি 'ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ'[২৫] অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে এই আধারে এই আধেয় বিদ্যমান (পটে তন্তু বিদ্যমান) — এরূপ প্রতীতির কারণে সমবায় দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ। অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা সমবায়। অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের

মধ্যে অপ্রত্যক্ষযোগ্য সে বিশেষসংযোগ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তা হলো সমবায়। তবে বৈশেষিকভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধ করতে প্রয়াসী হলেও পরবর্তীতে তিনিও 'নায়ং সমবায়ো দ্রব্যত্বং ন গুণত্বম্'।[২৬] এরূপ প্রয়োগের দ্বারা সূত্রকারের মতপ্রতিষ্ঠায় সমবায়কে দ্রব্য, গুণাদি ভিন্ন বলেছেন। অর্থাৎ তিনি সূত্রকারের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁর নিজস্ব মতানুযায়ী সমবায় একপ্রকার গুণ। কারণ, তিনি বলেন — 'দ্রব্যং খল্বয়মাশ্রয়তি ন ত্বসৌ রূপাদিমান্ ন খল্বপি কর্ম। সোঽয়মপৃথগ্ভাবাত্মাপৃথক্ত্বপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণো বিভাগাদিবদিতি।'[২৭] অর্থাৎ সমবায় যেহেতু দ্রব্যাশ্রিত, আবার তা রূপাদি গুণের মতোও নয়, আবার কর্মও নয়। বিভাগ যেমন সংযোগের বিপরীত তেমনি এটি হলো অপৃথক্ অভেদাত্মা এবং পৃথক্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী একপ্রকার গুণ। এছাড়া সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধিবিষয়ে তিনি আরো বলেন — 'অথাপ্যুপশ্লেষবিশেষোঽয়ং গুণ এব ভবতীতি।'[২৮] অর্থাৎ সমবায় এক বিশেষ-প্রকারের উপশ্লেষ বা সংযোগ, তাই এটি গুণ পদবাচ্য। তাই সবশেষে তিনি বলেছেন — 'অথাপি খল্বস্য দ্রব্যত্বগুণত্বপ্রতিষেধ ইতি প্রত্যবস্থানম্, গুণত্বমিতি স্থাপনেতি।'[২৯] অর্থাৎ এখানে একটি বিশ্লেষিত বা আপত্তির বিষয় হয়, সমবায়ের দ্রব্যত্ব, গুণত্বাদির নিষেধ করা, আবার অপরদিকে সমবায়ের গুণত্ব স্থাপন করা। অর্থাৎ একাধারে সূত্রকারের মতকে মান্যতা দিয়ে সামান্যের ন্যায় হওয়ায় কারণে তিনি সমবায়কে ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করতে যেমন প্রয়াসী হয়েছেন, তেমনি সংযোগাদির ন্যায় সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধবিশেষ হওয়ায় তিনি সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধি করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি দুটি মতকেই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শক্তি: কার্য উৎপাদনের অনুকূল যে ধর্ম বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তা হলো শক্তি। আচার্য চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রতিভারূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।[৩০] তবে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকারবিষয়ে নানাবিধ মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বপক্ষী প্রাভাকর সম্প্রদায় স্বতন্ত্র পদার্থরূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।[৩১] নৈয়ায়িকাচার্য রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও শক্তিকে পদার্থের অন্তর্গত করেছেন।[৩২] পদার্থরূপে শক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধি বিষয়ে পূর্বপক্ষিগণ বলেন, বহ্নি দহনকার্যে সমর্থ। পরন্তু বহ্নির কাছে চন্দ্রকান্তমণির আগমন বা দহনপ্রতিরোধ মন্ত্র পঠিত হলে বহ্নি দহনকার্যে অসমর্থ হয়ে যায়। আবার চন্দ্রকান্তমণি সরিয়ে নিলে বা দহনপ্রতিরোধক মন্ত্রের বিপরীত মন্ত্র পঠিত হলে অগ্নি দহন উৎপন্ন করে। আবার চন্দ্রকান্তমণি সরিয়ে না নিয়ে যদি সেখানে সূর্যকান্তমণি স্থাপন করা হয়, তাহলেও অগ্নি দাহে সমর্থ হয়। এর দ্বারাই বোধিত হচ্ছে যে, কেবলমাত্র বহ্নিই দাহ উৎপন্ন করতে পারে না। কেননা, বহ্নির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধকের কারণে বহ্নি দাহে অসমর্থ হয়ে যায়, আবার সূর্যকান্তমণির আগমনে বা চন্দ্রকান্তমণির প্রত্যাগমনে বহ্নি পুনরায় দহনের সমর্থ হয়। অতএব বলা যায়, বহ্নিতে দাহের অনুকূল কোন এক ধর্ম বিদ্যমান, যে ধর্মের প্রতিবন্ধক হয় চন্দ্রকান্তমণি বা দহনপ্রতিরোধক মন্ত্র। মীমাংসকমতে, এই ধর্ম হলো শক্তি। তাঁদের মতে শক্তি দ্রব্য, গুণ ও কর্মাশ্রিত, তাই শক্তি একপ্রকার পদার্থ যদিও বৈশেষিকগণ শক্তির পদার্থত্ব নিরাকরণ করে বলেন, দহনকার্যের প্রতি চন্দ্রকান্তমণির অভাববিশিষ্ট বহ্নি বা স্বতন্ত্র বহ্নিই কারণ। অর্থাৎ বহ্নির স্বভাবই হলো দহন। তাই অনন্ত শক্তি স্বীকার করে পুনরায় তার প্রাগভাব ও ধ্বংস কল্পনা করা অনুচিত।[৩৩]

আবার 'মানমেয়োদয়' গ্রন্থের প্রণেতা নারায়ণভট্ট শক্তিকে গুণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৪] তবে শক্তির পদার্থত্ব স্বীকারবাদিগণ বলেন, শক্তিকে কখনো গুণ বলা যায় না। কারণ, গুণ কখনো গুণে বিদ্যমান থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে আচার্য নারায়ণভট্ট বলেন, গুণসমূহ সংখ্যাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও আচার্যগণ যেমন সংখ্যাকে গুণ মেনেছেন, তেমনি শক্তিত্ব সিদ্ধ হয়।[৩৫] অর্থাৎ বলা যায়, তিনি গুণের নির্গুণত্ব স্বীকার করেন নি। 'রূপ রস থেকে পৃথক্', 'একটি রূপ', 'একটি রস' ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা যেমন পৃথক্ত্ব, সংখ্যাদি কোনো কোনো গুণ গুণাশ্রিত বা গুণের ধর্মরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি তিনি শক্তিকে গুণ বলে স্বীকার করেছেন। তবে এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য, তা বিচার্য। কেননা, গুণের নির্গুণত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্ত অতিপ্রসিদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়, মানমেয়োদয় গ্রন্থানুযায়ী 'অনুপাদানত্বে সতি কর্মভিন্নত্বে সতি দ্রব্যাশ্রিতত্বম্'[৩৬] অর্থাৎ উপাদান রহিত, কর্মভিন্ন ও দ্রব্যাশ্রিত যা, তা গুণ — এরূপ গুণের লক্ষণ হলে তার দ্বারা শক্তির গুণত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, শক্তি গুণ নাকি স্বতন্ত্র পদার্থ? এবিষয়ে মীমাংসাশাস্ত্রে নানাবিধ মত উল্লিখিত হলেও বৈশেষিকভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় বৈশেষিকস্বীকৃত চব্বিশ প্রকার গুণাতিরিক্ত শক্তিকে গুণ বলে স্বীকার করেছেন।

শক্তির গুণত্ব সিদ্ধি বিষয়ে চন্দ্রকান্তাচার্যের অভিমত: শক্তির গুণত্ব স্বীকার বিষয়ে ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, শক্তি হলো একধরণের আভ্যন্তরীণ প্রতিভা, যা অস্বীকার করা যায় না। আগুনের দহন শক্তি হলো তার অভ্যন্তরীণ গুণ। আগুনের মধ্যে দাহ করার শক্তি উপস্থিত থাকে বলেই তা দহনকার্যে সমর্থ। অনুরূপভাবে, জলের মধ্যে শৈত্যশক্তির বিদ্যমানতার কারণে তা শীতল করতে সমর্থ। আবার ভূমিতে উর্ব্বরতা শক্তির উপস্থিতির কারণে তা বীজ থেকে অধিক শস্য উৎপাদনে সমর্থ। তাই তাঁর মতে, প্রতি আত্মাতে শক্তি অনুভূত হয়।

© Santiniketan Sahityapath

অর্থাৎ শক্তি প্রত্যেক বস্তুতে অন্তর্নিহিত থাকে। একারণে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র গুণরূপে শক্তির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। বৈশেষিকভাষ্যে এবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে — 'শক্তিঃ খল্বপি প্রতিভাবমনুগতা ন শক্যতে নিহ্নোতুম্। শক্নোতি খল্বগ্নির্দগ্ধুং জলং চৈতং শময়িতুম্। মাঘকর্ষণেনাধীয়মানশক্তি শস্যমধিকমুত্পাদয়তি ভূমিঃ। সেয়ং প্রত্যাত্মমনুভবারূঢ়া শক্তিঃ।'[৩৭] তবে শক্তির পৃথক্ গুণত্ব স্বীকার করলেও তিনি বলেছেন, এটি একটি স্বাভাবিক ধর্ম। শক্তির প্রত্যক্ষ বা অনুমানের জন্য কোন বিশেষণ বা চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ইহা বস্তুর কারণত্বের স্বরূপমাত্র। কেবলমাত্র নামভেদে এটি গৃহীত। বৈশেষিকভাষ্যে এবিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে — 'ন চৈতন্নিহ্নবানঃ ক্বচিদভ্যনিজ্ঞাং লব্ধুমর্হতীতি। হেতুভাবেঽপি বস্তুপ্রত্যাখ্যানাত্সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। অথাপি খল্বিয়ং শক্তির্ন বস্তন্তরং কিন্তু কারণত্বমাত্রমিতি। এবমপি সংজ্ঞাভেদমাত্রং স্যাত্।'[৩৮] তিনি আরো বলেন, কারণ যেমন তার ফলকে অতিক্রম করে না, তেমনি শক্তিও তার ধারক (যার মধ্যে শক্তি অবস্থিত) তথা শক্তিমানকে অতিক্রম করে না বা তার থেকে আলাদা নয়।[৩৯]

শক্তির গুণত্ববিষয়ক বৈশেষিকভাষ্যসম্মত আলোচনা থেকে এটুকু বলা যায় যে, আচার্য চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় মীমাংসকাচার্য তথা মানমেয়োদয় গ্রন্থের প্রণেতা নারায়ণভট্টের 'শক্তির গুণত্ব স্বীকারবিষয়ক' মতকে সমর্থন করেছেন ঠিকই তবে যেহেতু তিনি বৈশেষিকাচার্য, তাই তিনি 'গুণে গুণের অবিদ্যমানতা' অর্থাৎ 'গুণ অগুণবান্' — এরূপ স্বীকার করে কেবলমাত্র পৃথিবী, জল ও তেজে শক্তির বিদ্যমানতার কথা বলেছেন। কেননা, শক্তির গুণত্ব সিদ্ধিবিষয়ক আলোচনায় তিনি কেবল পৃথিবী, জল ও তেজে আভ্যন্তরীণ প্রতিভারূপে শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন। হয়তো একারণেই তিনি আলোচনার শেষাংশে বলেছেন — 'শক্তিঃ শক্তিমতো নাতিরিচ্যতে।' অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানকে অতিক্রম করে না। এখানে শক্তিমান হলো দ্রব্য। তার আভ্যন্তরীণ প্রতিভারূপে শক্তি বিদ্যমান। দ্রব্য হলো ধর্মী আর শক্তি হলো তার অভ্যন্তরীণ ধর্ম। এরূপ বললে শক্তির গুণত্ব সিদ্ধিতে কোনো দোষ থাকে না। অতএব রূপাদি অন্যান্য গুণের ন্যায় শক্তিও দ্রব্যাশ্রিত। তাই তাঁর মতে, শক্তি একপ্রকার গুণ এবং তা কেবলমাত্র পৃথিব্যাদি ত্রিবিধ দ্রব্যে বিদ্যমান। তবে বৈশেষিকাচার্যগণের মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় শক্তির গুণত্ব মেনেছেন — এমন কথা বলা যায় না। কারণ, আচার্য উদয়ন প্রণীত 'কিরণাবলী' গ্রন্থের বাঙালি ব্যাখ্যাকার গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর আলোচনায় গুণরূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে চন্দ্রকান্তাচার্যের ন্যায় তিনি বস্তুগত অভ্যন্তরীণ প্রতিভারূপে শক্তিকে স্বীকার না করে প্রতিবন্ধক গুণরূপে শক্তির গুণত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বহ্নিত্ব স্বীকার করলেই বহ্নি দাহোৎপত্তির কারণ হয়। একইভাবে, বীজত্ব স্বীকার করলে বোঝায় বীজ অঙ্কুর উৎপত্তির কারণ। কিন্তু মূষিকাঘ্রাত বা ভর্জিত (সিদ্ধ করা) বীজে বীজত্বের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তা অঙ্কুরোৎপত্তিতে সমর্থ হয় না। তবে এক্ষেত্রে ঘ্রাণক্রিয়া বা ভর্জনক্রিয়া কখনোই অঙ্কুর অনুৎপত্তির জনক নয়। কেননা, ভর্জনক্রিয়ার পরবর্তী সময়েও সেই ভর্জিত বীজে বীজত্বের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তা অঙ্কুর উৎপত্তিতে অসমর্থ হয়। একারণে বলতে হয়, ভর্জনক্রিয়া বা মূষিকাঘ্রাণ থেকে উৎপন্ন কোনো এক বিরোধী শক্তি বা প্রতিবন্ধক গুণ সেই বীজে বিদ্যমানতার কারণে তা অঙ্কুর উৎপত্তিতে সহায়ক হয় না। অনুরূপভাবে, চন্দ্রকান্তমণিস্থিত দাহবিরোধী শক্তির ফলে অগ্নি দাহোৎপত্তির সহায়ক হয় না। অর্থাৎ তিনি দ্রব্যগত ধর্মের বিপরীত তথা প্রতিবন্ধক গুণরূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।[৪০] তবে চন্দ্রকান্তাচার্য দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ধর্মকেই শক্তি নামে অভিহিত করেছেন। আর দ্রব্যাশ্রয়ী হওয়ায় তাকে গুণ বলেছেন। এখানেই আচার্য দ্বয়ের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। যাই হোক, উভয় বৈশেষিকাচার্যই গুণরূপে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। একজন প্রতিবন্ধক গুণরূপে এবং অপরজন বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রতিভারূপে।

পরিশেষে বলা যায়, সূত্রকার 'চ'কারের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কতগুলি গুণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা আমাদের নিকট অজানা। 'চ'কারের দ্বারা তিনি যে সপ্তবিধ গুণকে দ্যোতিত করেছেন, তা জানা যায় তদাশ্রিত ভাষ্য, টীকাদি গ্রন্থসমূহ থেকে। কিন্তু পরবর্তীতে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যুক্তি সহযোগে অতিরিক্ত যে তিনটি গুণকে স্বীকার করেছেন, সেগুলি কিন্তু একেবারেই অস্বীকার্য নয়। কেননা, মহর্ষি অন্নংভট্ট লঘুত্বকে গুরুত্বের অভাবস্বরূপ মানলেও লঘুত্ব কেন গুরুত্বাভাব? এবিষয়ে তিনি (অন্নংভট্ট) কোনো মতের উল্লেখ করেন নি। আবার তাঁর (অন্নংভট্টের) লঘুত্ববিষয়ক মতকে খণ্ডন করেই চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাযথ যুক্তি প্রমাণের সহায়তায় স্বতন্ত্র গুণরূপে লঘুত্বের গুণত্ব সিদ্ধি করেছেন। একইভাবে শক্তির গুণত্বও সিদ্ধ করেছেন। তবে লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির গুণত্ব স্বীকার সত্ত্বেও অপর কোনো আচার্য তাঁর মতকে খণ্ডন করেন নি যদিও আচার্য শ্রীধরভট্ট সরাসরি লঘুত্ব, সমবায় ও শক্তির গুণত্ব নিরাকরণ না করলেও অন্য সকল গুণকে তিনি বৈশেষিক-প্রসিদ্ধ চব্বিশ প্রকার গুণের অন্তর্গত করেছেন। তবে শ্রীধরাচার্য, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক পূর্বেই গুণসংখ্যার ন্যূনত্ব ও অধিকত্বের নিবৃত্তি করেছেন। তা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য মহাশয় এরূপ মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি (চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য)

© Santiniketan Sahityapath

শক্তি, সমবায় এবং লঘুত্বের গুণত্ব স্বীকার করলেও সূত্রকার কণাদ কিন্তু এগুলির গুণত্ব স্বীকার-বিষয়ে কোনো সূত্রের উল্লেখ করেন নি। তবে প্রমাণ সহযোগে লঘুত্ব ও শক্তির গুণত্ব স্বীকার করলেও সমবায়ের ক্ষেত্রে সূত্রকারের মতপ্রতিষ্ঠায় তিনি একাধারে সামান্যের ন্যায় দ্রব্যাদি ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থরূপে যেমন সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার সংযোগের ন্যায় সম্বন্ধবিশেষ হওয়ায় কারণে সমবায়কে গুণরূপে স্বীকারের মধ্য দিয়ে সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধিতেও প্রয়াসী হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সমবায় বিষয়ক দ্বিবিধ মতেরই উল্লেখ করেছেন। প্রথমে 'সমবায় প্রত্যক্ষের অযোগ্য চিরস্থায়ী সম্বন্ধবিশেষ হওয়ায় গুণান্তর্গত হলেও সেবিষয়ক যথার্থজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার্য'— এরূপ বললেও পরবর্তীতে তিনি আবার সূত্রকারের মতপ্রতিষ্ঠায় সামান্যের ন্যায় দ্রব্যাদি ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থরূপে সমবায়কে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ একবার নিজস্ব যুক্তিতে তিনি সমবায়ের গুণত্ব সিদ্ধ করছেন, আবার পরক্ষণে তিনি সমবায়ের গুণত্ব নিরাকরণও করছেন। একারণে বিষয়টি বিতর্কিত মনে হলেও শেষে তিনি নিজেই বলেছেন — 'অথাপি খল্বস্য দ্রব্যত্বগুণত্বপ্রতিষেধ ইতি প্রত্যবস্থানম্, গুণত্বমিতি স্থাপনেতি।' অর্থাৎ এখানে একটি বিশ্লেষিত বা আপত্তির বিষয় হয়, সমবায়ের দ্রব্যত্ব, গুণত্বাদির নিষেধ করা, আবার অপরদিকে সমবায়ের গুণত্ব স্থাপন করা। যাই হোক, যুক্তি সহযোগে বৈশেষিকভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ত্রিবিধ গুণের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন, তাও সমর্থনযোগ্য। তবে প্রসিদ্ধ চতুর্বিংশতিবিধ গুণভিন্ন অতিরিক্ত গুণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কেন আচার্যগণ কেবলমাত্র চতুর্বিংশতি গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন? আর পূর্বপক্ষী আচার্যগণ চব্বিশপ্রকার গুণের উল্লেখ সত্ত্বেও চন্দ্রকান্ত মহাশয় কেন অতিরিক্ত ত্রিবিধ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করে সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করলেন? — এবিষয়ে যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তথ্যসূত্র:

১। 'প্রশস্তপাদভাষ্য', ২য় খণ্ড, সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ. ১৬৭

২। 'সুগমা বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি' ১.১.১৮, পৃ. ৯

৩। 'যো দ্রব্যমাশ্রয়তি ন গুণবান্ন চানপেক্ষঃ সন্সংযোগবিভাগেষু কারণং ভবতি, সোঽয়ং গুণঃ', বৈশেষিকভাষ্য, বৈশেষিক সূত্র ১.১.১৬, পৃ. ৪৬

৪। 'বিদ্যোদয়ভাষ্য' ১.১.১৬, পৃ. ৩৬

৫। 'বৈশেষিকসূত্রোপস্কার' ১.১.৬, সম্পাদনা নারায়ণ মিশ্র, পৃ. ৩৪

৬। ওই, ৭.১.১, পৃ. ৩৬১

৭। 'সুগমা বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি' ১.১.৬, পৃ. ৫

৮। 'বৈশেষিকভাষ্য', বৈশেষিক সূত্র ১.১.৬, পৃ. ২৮

৯। 'লঘুত্বস্য গুরুত্বাভাবরূপত্বাত্', তর্কসংগ্রহ দীপিকা, তর্কসংগ্রহ, সম্পাদনা নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, পৃ. ১৭

১০। 'যে তু শৌর্যৌদার্যকারূণ্যদাক্ষিণ্যৌগ্র্যাদয়ঃ, তেঽত্রৈবান্তর্ভবন্তি', ন্যায়কন্দলী, প্রশস্তপাদভাষ্য, সম্পাদনা দুর্গাধর ঝা শর্মা, পৃ. ২৭

১১। 'বৈশেষিকভাষ্য', বৈশেষিক সূত্র ১.১.৬, পৃ. ২৮-২৯

১২। 'তর্কসংগ্রহ', সম্পাদনা নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ৪৭

১৩। ওই,

১৪। 'লঘুত্বং গুণঃ, তদভাবো গুরুত্বম্... ন চাপরং কিঞ্চিত্প্রমাণমস্তীত্যত আহ- পতনেতি', কিরণাবলী, সম্পাদনা জিতেন্দ্র জেটলি, পৃ. ২৫৩

১৫। 'তর্কভাষা', সম্পাদক গঙ্গাধর কর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩

১৬। 'প্রশস্তপাদভাষ্য', সম্পাদক দুর্গাধর ঝা শর্মা, পৃ. ৭৭৩

১৭। 'বৈশেষিকভাষ্য', বৈশেষিক সূত্র ১.১.৬, পৃ. ২৯

১৮। ওই, বৈশেষিক সূত্র ১.১.৪, পৃ. ২১

১৯। ওই,

২০। ওই,

২১। ওই, বৈশেষিক সূত্র ১.১.৪, পৃ. ২১

২২। বৈশেষিক সূত্র ৭.২.২৭

© Santiniketan Sahityapath

২৩। 'ভাবঃ সত্তা', বৈশেষিকসূত্রোপস্কার ৭.২.২৭, সম্পাদনা নারায়ণ মিশ্র, পৃ. ৪৪৫

২৪। 'দ্রব্যত্বগুণত্বেত্যুপলক্ষণং কর্মত্বাদ্যপি দ্রষ্টব্যম্', ওই

২৫। বৈশেষিক সূত্র ৭.২.২৬

২৬। 'বৈশেষিকভাষ্য', বৈশেষিক সূত্র ৭.২.২৭, পৃ. ৪০১

২৭। ওই, বৈশেষিক সূত্র ৭.২.২৮, পৃ. ৪০৩

২৮। ওই

২৯। ওই

৩০। 'শক্তিঃ খল্বপি প্রতিভাবমনুগতা… ' ওই, বৈশেষিক সূত্র ১.১.৬, পৃ. ২৯

৩১। 'প্রকরণপঞ্চিকা', পৃ. ৭৮

৩২। 'এবং শক্তিরপ্যতিরিচ্যতে', পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, পৃ. ১৪০

৩৩। 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী', ভাষাপরিচ্ছেদ, পৃ. ২৪

৩৪। 'সর্বদ্রব্যবর্তিত্বাদেষাপি সামান্যগুণঃ', মানমেয়োদয়, পৃ. ২৪৯

৩৫। 'গুণানামপি সংখ্যাশ্রয়ত্বস্য তৈরেব কথিতত্বাত্ সংখ্যায়াশ্চ গুণত্বস্বীকারাদ্- ইতি সিদ্ধা গুণাঃ', ওই, পৃ. ২৫০

৩৬। 'কর্মণো ব্যতিরিক্তত্বে সত্যবান্তরজাতিমান্। উপাদানত্বনির্মুক্তো গুণো গুণবিদাং মতঃ।।' ওই, পৃ. ২২৭

৩৭। ওই, বৈশেষিক সূত্র ১.১.৬, পৃ. ২৯

৩৮। ওই

৩৯। 'অথাপি খল্বয়ং হেতুভাবো হেতোর্নাতিরিচ্যতে, শক্তিরপি তর্হি শক্তিমতো নাতিরিচ্যতে।' ওই

৪০। 'কিরণাবলী', সম্পাদনা গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭-২৬৮

Bibliography:

1. Annaṁbhaṭṭa, 'Tarkasaṁgrahaḥ', Ed. Narayanchandra Goswami, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1423 B.S. (Re-ed., 1410 3rd Demagnified ed.)
2. *Ibid,* Ed. Niranjanswarup Bramhachari, Kolkata, Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt., 2005 1st Pub.)
3. Kaṇada, 'Vaiśeṣikadarśanam (With Upaskāra, Kāṇādasūtravivṛtiḥ & Vaiśeṣika-bhāṣyaṁ)', Ed. K. T. Pandurangi, Bengaluru, Vidyadhisha Samskrita Shodha Kendra, 2011
4. *Ibid,* (With 'Candrānandavṛtti') Ed. Sri Jambuvijaya, Baroda, Oriental Institute, 1982
5. *Ibid,* (With 'Sugamāvaiśeṣikasūtravṛtti' by Tirumala Tātācārya), Ed. Ranganathacarya, Ganganatha-jha-kendriya-sanskrit-vidyapeetha, 1979
6. *Ibid,* (With 'Vaiśeṣikasūtropaskāraḥ' by Śaṅkara Miśra), Ed. Nārāyana Miśra, Varanasi, Chaukhambha Prakashan, 2019
7. *Ibid,* (With 'Vidyodaya' Hindi Commentary), Ed. Uday Veer Shastri, Delhi, Arya Sahitya Bhavan, 2023
8. Nārāyaṇa Bhaṭṭa, 'Mānameyodayaḥ', Ed. Swami Yogindrananga, Varanasi, Shad-darshan-prakashan-pratisthan. 1978.
9. Praśastapādācārya, 'Praśastapādabhāṣyam', (Vol- II). Ed. Brahmachari Medhachaitanya, Kolkata, Sanskrit Book Depot, 2017 (2nd Rpt., 2000 1st Pub.)
10. *Ibid* (With 'Nyāyakandalī' Commentary), Ed. Durgadhar-jha Sharma, Varanasi, Ganganatha-jha-granthamala, 1963
11. Raghunātha Śiromaṇi, 'Padārthatattvanirūpaṇam', Ed. Harekrishna Satapathy, Tirupati, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 2010
12. Śālikanātha Miśra, 'Prakaraṇa Pañcikā', Ed. Subrahmanya Sastri, Varanasi, Banaras Hindu University, 1961
13. Udayanācārya, 'Kiraṇāvalī', Ed. Late Jitendra S. Jetly. Vadodara, Oriental Institute, 1991
14. *Ibid,* (Vol- I). Ed. Gaurinath Sastri, New Delh, Sahitya Academy, 1960
15. Viśvanātha Nyāyapañcānan(a), 'Bhāṣāparicchedaḥ (With Nyāyasiddhānta-muktāvalī' Commentarey), Ed. Ashutosh Bhattacharyya, Kolkata, Bijayan, 1422 (Revises ed., 2000 1st ed.)

—